# লেনিনদার সঙ্গে দশদিন

মঞ্জরী চ্যাটার্জি

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়—আমরা দার্জিলিং জেলা থেকে এলাম জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারে। বদলিটা হল কার্যত একদিনের নোটিশে। রাতেই সাহেবের ফেয়ারওয়েল, রাত জেগেই জিনিষপত্র সব প্যাকিং হলো। সকালে রওয়ানা হবার মুখে দুঃসংবাদ—রাস্তা বন্ধ—ধ্বস নেমেছে রাতে।

অগত্যা ঘুরপথে যাত্রা। সময় বেশি লাগলো। আমরা যখন সুখিয়া পোখরী পৌঁছোলাম তখন রাস্তা পরিষ্কার করে লোকজনেরা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হাজির। যাই হোক দার্জিলিং হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছে দেখলাম মালবাজার যাওয়ার শেষ বাস চলে গেছে। কিন্তু শিলিগুড়িতে থাকার উপায় নেই, যেভাবেই হোক সেদিন রাতেই পৌঁছতে হবে। পৌঁছুলাম তো। এবার যাকে ছাড়তে হবে সে অফিসে নেই। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সে আসার পর জানা গেল তাঁর কাছে তখনও অর্ডার পৌঁছোয়নি। যাই হোক পরদিন সকালবেলা সে তার নূতন জায়গায় রওনা হল।

দেখা গেল বাড়িটা অত্যন্ত ছোট। এর আগে যারা ছিলো তারা একলা ছিল কাজেই কোন অসুবিধা হয়নি।

বাড়ি খোঁজা শুরু হল—হেড অফিস থেকে জানালো আরও একজন স্টাফ জয়েন করবে। বাড়ি একটা পাওয়া গেল—বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরের দিকে। বাড়িটায় চারটে ঘর। অফিস হিসেবে একটা ঘর। রান্নাঘর আলাদা। সামনে খোলা জায়গা। ভেতরেও একটা উঠোন আছে। উঠোনের ঐ পারে রান্নাঘর ইত্যাদি।

সাহেব সব খবর যেমন বাড়িতে জানালো তেমন লেনিনদাকেও (পরবর্তীকালে আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রী লেনিন রায়) জানালো। উনি জানালেন পুজোর সময় বৌদিকে নিয়ে আসবেন বেড়াতে। খুশী হলেন শুনে যে বাড়িটায় যা ঘর আছে তাতে থাকার কোন অসুবিধে হবে না। আগেই আসতেন—কিন্তু আগের বাড়িটায় তো একটা ঘর।

উনি বউদিকে নিয়ে এলেন। বাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে গেল। হাট থেকে যা আসার তা তো আসেই আবার ফেরিওয়ালা যখন নদী থেকে ধরা মাছ নিয়ে আসে—অবশ্যই ছোট মাছ—লেনিনদা আবার সেটাও রাখেন। প্রচুর খাওয়া দাওয়া হইহট্টগোল বেড়ে গেল। বাড়িতে লোকজন বেশি বেশি আসতে লাগলো। মোটামুটি গ্রামে যেমন হয়—বাড়িতে লোকজন এলে পাড়াপড়শিরা খোঁজখবর নিতে আসেন—তেমনি। ব্যাপারটা এরকম আর কি—আমি আপ্যায়নের ঘাটতি দেখালে গ্রামের বদনাম!

একদিন হেড অফিস থেকে ওদের ইনচার্জ এলেন—লেনিনদা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁর খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করলেন। উনিও কালিম্পং-এ ওর বাড়িতে খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করে গেলেন। সেবার অবশ্য

আর যাওয়া হয়নি। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। একটা পুজো বড় রাস্তায় হয়—আর একটা থানায়। একদিন থানা থেকে অফিসার এসে পুজো দেখার জন্য লেনিনদাদের নিয়েও গেলেন। লেনিনদা, বৌদি তো ফিরে এসে ওদের যত্ন-আত্তির গল্পও করলেন।

নবমীর দিন লেনিনদা বললেন 'কি গো তোমরা সারাদিন ওই খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে! পুজোর সময় মায়ের মুখও তো দেখতে হয়। সন্ধ্যাবেলা পুজো মণ্ডপে গেলাম—আরতিও দেখলাম। ফেরার সময় কর্মকর্তারা প্রসাদের প্যাকেটও হাতে দিলেন। যদিও বাড়িতে অতিথি আছেন বলে রোজই প্রসাদ পাঠাতেন।

হঠাৎ একদিন লেনিনদা বললেন—কি গো তোমরা আমাকে ভূটান দেখাবে না! সে তো তোমাদের এখান থেকে বেশী দূরে নয়, কাছেই।

আমি বললাম—হ্যাঁ তা তো যাওয়াই যায়। তবে কাছাকাছি তো সব গ্রাম! আমাদের ও ওদের পার্থক্য বিশেষ নেই—এক পোশাক-আসাক ছাড়া। আমি অবশ্য ওদের সঙ্গে হেঁটে নদী পার হয়ে (জল যখন কম থাকে) ভূটানের ডিস্টিলারি দেখে এসেছি—ঝালং-এ বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে ওদের একটা টাউনে গিয়ে কমলা বাগান দেখে এসেছি ওখানে থেকেওছি। কিন্তু তোমাদের এত টাইম কোথায়? তবে ফুন্টশোলিং গেছি—সেটা ভূটানে ঢোকার রাস্তা। ওখানে একটু ওপরে উঠলে একটা গুম্ফা আছে, একজন রাণীর প্রাসাদ আছে। তারপরে গেলে তো ইনার লাইন পারমিট লাগে! সেখানে তো তোমাদের আদরের ছেলে যেতে পারবে না। আর ভূটানের যা দ্রষ্টব্য সব ওখান থেকে দূরে! ফুন্টশোলিং-এর ঐ গুম্ফার পরে তো আমিও যাইনি। কালচিনি টি গার্ডেন থেকে আমার মাকে গুম্ফা দেখাতে নিয়ে গেছিলো। সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম—তোমাদের আদরের ছেলে আর গোপালদা তো জয়গাঁ-তেই ছিলো ভিতরে ঢোকেনি।

সাহেব তোমাকে ফুন্টশোলিং পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। তাও বোধহয় রাতে থাকতে পারবে না। সাহেব যে ওখানেই ছিল, আমি খেয়াল করিনি। ও বললো ফুন্টশোলিং পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে যেতে পারি—হোটেল বুক করে দেবো—সঙ্গে লোক দিয়ে দেবো তোমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। আমার পক্ষে থাকা মুশকিল, শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হল। ফুন্টশোলিং-এ লেনিনদা-বৌদি ছিলেন দুঁদিন।

আমরা জয়গাঁ-য় হোটেলে থাকলাম। ফেরার সময় হাসিমারা জঙ্গল আর তিস্তা নদীর জলেও নামলাম। কিন্তু বাঘ দেখা দিল না, গন্ধ পেলাম—ঐ পর্যন্তই। তার মানে ওরা ধারে কাছেই ছিলো কিন্তু দেখা দেয়নি—দিলে কতটা ভয় পেতাম জানি না।

তার দু'দিন পর লেনিনদারা ফিরে গেলেন কলকাতায়। সাহেব জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো।

দশদিন আমার গুরুদেব আমাদের বাড়িতে ছিলেন সেটা লেখার সময় শুধুমাত্র দিনযাপনের নির্ঘন্ট লিখেছি—যেটা লিখতে পারিনি তা হ'ল তাঁর উপস্থিতি ছিল দিব্য। এক দিব্য অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না ভাষায় তাই লেখনীতে প্রকাশ করতে পারিনি।